প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি

গণসাক্ষরতা অভিযান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বাগান তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য প্রণীত সহায়ক শিক্ষা-সামগ্রী

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-৩২, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ইমেইল : info@campebd.org
ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd
www.twitter.com/campebd

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৮

অক্ষর বিন্যাস
মোকছেদুর রহমান জুয়েল

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণ
এভারগ্রীণ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
স্বজন টাওয়ার-২, ৩ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি

উন্নয়ন

আবু রেজা

উর্মিলা সরকার

সম্পাদনা

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অর্চ্চনা সাহা

ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, মানিকগঞ্জ

তপন কুমার দাশ

উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

গণসাক্ষরতা অভিযান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

শুভেচ্ছা বাণী

প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে, জেন্ডার সমতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এবং ঝরে পড়ার হারও কমে এসেছে। তবে এ অবস্থার আরো উন্নয়ন প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ২১টি ইউনিয়নে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ কর্ম-অভিজ্ঞতার আলোকে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' ও 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি' শীর্ষক ৪টি সহায়ক উপকরণ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি গণসাক্ষরতা অভিযানকে ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি, এসব শিক্ষা-সামগ্রী সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট আরো অনেকে অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের এমন উদ্ভাবনী কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা রইল। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায়ও সরকারি-বেসরকারি পার্টনারশীপে এ ধরনের উদ্যোগ চালু হবে বলে আশা করছি।

এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

শুভেচ্ছা বাণী

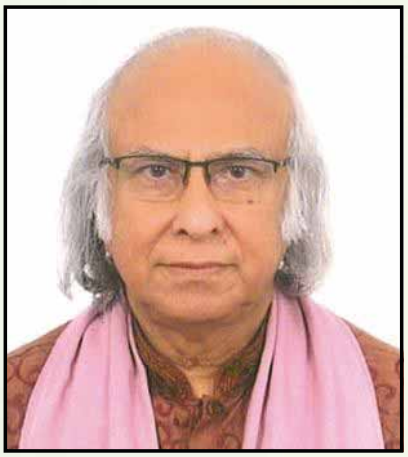

প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধন। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুকে ভালো-মন্দ বুঝতে শেখানো, সততা ও নৈতিকতা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে এসব উদ্দেশ্য অর্জনে সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিছু কিছু সম্পূরক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন এ সকল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকেই সমর্থন অর্জন করেছে।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ২১টি ইউনিয়নে উপর্যুক্ত লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনার আলোকে বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে গৃহীত কতিপয় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহ নিয়ে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' শীর্ষক ৪টি সহায়ক উপকরণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুশী হয়েছি।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বর্ণিত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য অর্জনে এ উপকরণসমূহ সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের যে সকল কর্মকর্তা এই উপকরণসমূহ উন্নয়নে অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে এই উপকরণগুলো ব্যবহৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আশা করি, আগামীতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সহায়তায় এ সকল উপকরণ মূলধারার বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
পিকেএসএফ

মুখবন্ধ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১০ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বাংলাদেশের নির্বাচিত ২০২টি ইউনিয়নে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে **সমৃদ্ধি** শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে নানাবিধ কাজ করছে।

এ কর্মসূচির আওতায় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করে তাদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার সব শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গৃহীত হয়েছে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প।

শিক্ষা নিয়ে কর্মরত ১৭টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে গণসাক্ষরতা অভিযানের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্প ১ মে ২০১৮ তারিখে শুরু হয়ে পরবর্তী ছয় মাস চলমান থাকবে। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে নির্বাচিত ১২টি জেলার ২১টি ইউনিয়নের ৩০০টি বিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন এ সকল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই প্রশংসিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে গৃহীত কতিপয় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহ নিয়ে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' শীর্ষক ৪টি সহায়ক উপকরণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে এসব উপকরণ ব্যবহৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আশা করি, সরকারের সহায়তায় এ উপকরণসমূহ মূলধারার বিদ্যালয়গুলোতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

এ উপকরণসমূহ উন্নয়নে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে এ উপকরণসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ কার্যক্রমের ফলে ইতোমধ্যেই ভর্তির হার বেড়েছে, ঝরে পড়ার হার কমে এসেছে, সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণও সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য নিরসনসহ সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনও কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিদ্যালয়গুলোতে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণসহ সকলকেই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের অংশগ্রহণেই নিশ্চিত হতে পারে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারকে সহায়তা করার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ-এর সহায়তায় পরিচালিত 'অভিযাত্রা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ১৭টি পার্টনার এনজিও'র মাধ্যমে নির্বাচিত ২১টি ইউনিয়নের ৩২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু সহায়তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' গঠনপূর্বক প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি গণসাক্ষরতা অভিযানও নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এতদুদ্দেশ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত সন্নিবেশন করে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' এবং 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি' শীর্ষক ৪টি উপকরণ পরীক্ষামূলকভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করি, এসব উপকরণ সংশ্লিষ্ট মহলে বিতরণ করা হলে সকলেই উপকৃত হবেন।

এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে এ উদ্যোগে সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আশা করছি, এ উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচির সুফল পৌঁছে যাবে সর্বত্র, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো মূলধারার বিদ্যালয়সমূহে এই অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে যাবে, 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা'র জাতীয় লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে, সফল হবে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি

বিদ্যালয়ের মূল কাজ হচ্ছে লেখাপড়া শেখানো। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষায় সহায়ক নানা কাজে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। এমনি একটি কাজ হলো বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি করা। বাগান নানা ধরনের হতে পারে। যেমন- ফুল বাগান, সবজি বাগান, ফল বাগান ইত্যাদি। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ফুল বাগান ও সবজি বাগান তৈরি করা হয়ে থাকে। ফুল বাগান তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এতে করে শিক্ষার্থীরা যেমন আনন্দ পায়, তেমনি স্কুলের প্রতি আগ্রহী হয়। আবার বাগানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শোভাবর্ধনও হতে পারে। একই সঙ্গে বাগানে শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে।

ইতোমধ্যে দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনগণ মিলে বাগান তৈরি করেছে। আপনাদের বিদ্যালয়ে আপনারা অনুরূপ একটি বাগান তৈরি করতে পারেন।

বাগান তৈরির উদ্দেশ্য

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যবর্ধন করা। একসঙ্গে মিলেমিশে বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি ও বাগানের পরিচর্যা করার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দলীয় কাজের মানসিকতা তৈরি হয়। বাগান তৈরিতে অংশগ্রহণ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজের কাজ নিজে করার মানসিকতাও উন্নত হয়। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বাগানে শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হতে পারে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়।

বাগান তৈরির জন্য ধাপে ধাপে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়

একদিনেই বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি করা যায় না। এজন্য একটু সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করতে হয়, পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সবাই মিলে ধাপে ধাপে নানা কাজ করতে হয়। তারপরেই তৈরি হতে পারে একটি সুন্দর বাগান।

বাগান তৈরির জন্য যেসব কর্ম-উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে সেগুলো হলো:

- বাগান তৈরি ও পরিচর্যার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এসএমসি সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি বা দল গঠন করা
- প্রত্যেকের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন করা
- বাগানের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন
- জমি প্রস্তুত করা ও বেড়া দেওয়া
- বাগানের জন্য চারা বা বীজ নির্বাচন
- প্রয়োজনীয় উপকরণ, বীজ ও চারাগাছ সংগ্রহ
- চারা বা বীজ লাগানো
- বাগানের নিয়মিত পরিচর্যা করা
- বাগান রক্ষণাবেক্ষণ এবং
- বাগান সম্প্রসারণ।

বাগান তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কমিটি গঠন

বাগান তৈরি, পরিচর্যা ও যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৯-১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটি গঠন মানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, কমিটিতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অথবা সহকারী শিক্ষককে দলনেতা বা সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও এ কমিটিতে স্থানীয় জনগণ, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং এসএমসি'র প্রতিনিধি থাকতে পারেন।

কমিটির দায়-দায়িত্ব

বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাগান পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য কাজ করবে এই কমিটি। এই কমিটি প্রতি মাসে একাধিকবার আলোচনায় বসবে। কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাগানসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। বাগান তৈরি একটি দীর্ঘমেয়াদি কাজ। তাই সকলের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে- কে, কখন, কী কাজ করবে।

কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন

কমিটি গঠনের পরে বাগান তৈরির জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এ কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সদস্যদের মধ্যে দায়-দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হবে। চারাগাছ সংগ্রহ, স্থানীয় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং চারাগাছ লাগানো থেকে তদারকি করার কাজ ইত্যাদি সকল দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে।

বাগানের জন্য স্থান নির্বাচন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে। বিদ্যালয়ের সামনের ফাঁকা অংশ বা একটি নির্দিষ্ট কর্নার বাগান তৈরির স্থান হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের অবস্থান, পরিবেশ ও মাঠের পরিসর ইত্যাদি বিবেচনা করেই বাগান তৈরি বা গাছ লাগানোর স্থান নির্বাচন করতে হবে। বাগান তৈরির জন্য নির্বাচিত স্থানটি যেন আলো-বাতাসপূর্ণ ও আর্দ্রতাযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সকল বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নাও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে বারান্দায় বা ছাদের উপর টবেও বাগান করা যায়।

বাগান তৈরির জন্য চারাগাছ নির্বাচন

বাগান তৈরির পূর্বে কোন কোন গাছের চারা লাগানো হবে তা নির্বাচন করতে হবে। ফুলের বাগান করতে চাইলে ফুলের চারা এবং শাকসবজির বাগান করতে চাইলে শাকসবজির বীজ নির্বাচন করতে হবে। বাগানের চারাগাছ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

- ফুল বা সবজির চারাগুলো যেন সতেজ ও সবল হয়।
- দেশীয় গাছকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।
- গ্রীষ্মকালীন, বর্ষাকালীন, শীতকালীন, বসন্তকালীন এবং বারোমাসী ফুল বা সবজির চারা নির্বাচন করতে হবে, যাতে বাগানে সারা বছরই কোনো না কোনো ফুল বা সবজির উৎপাদন হয়।
- ফুলের বাগান তৈরির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত রঙিন ফুলের চারা নির্বাচন করতে হবে। যেমন- লাল, হলুদ, গোলাপি, বেগুনি, কমলা ইত্যাদি। তবে সাদা ফুলের গাছও বাগানে লাগানো যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও চারাগাছ সংগ্রহ

বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহের জন্য কমিটির কয়েকজন সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ করা যেতে পারে। যেমন- চারাগাছ অথবা বীজ, কোদাল, শাবল, নিড়ানি, বেড়া দেওয়ার জন্য বাঁশ বা বাঁশের তৈরি বেড়া, পানি দেওয়ার জন্য পাইপ, বালতি, প্রাকৃতিক সার, কীটপতঙ্গ দমনের জন্য স্প্রে ইত্যাদি স্থানীয়ভাবেই সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের নিয়মিত কোনো তহবিল থেকে বাগানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা যেতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী ১০-১৫টি করে চারাগাছ বিদ্যালয়কে উপহার দিতে পারে।

চারাগাছ সংগ্রহের জন্য স্থানীয় নার্সারি, বন বিভাগ অথবা কৃষি কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের শাখা বা বিভাগ থেকে কিংবা এনজিও অফিস থেকে বর্ষাকালে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এসব অফিসে আবেদন করে গাছের চারা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

জমি প্রস্তুত করা ও বেড়া দেওয়া

বাগান তৈরির জন্য জমি প্রস্তুত করে নিতে হবে। জমি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। বীজ বপন বা গাছ লাগানোর আগেই বাগানের চারদিকে বেড়া দিতে হবে।

বাগানে চারাগাছ লাগানো

বাগানে সারিবদ্ধভাবে চারা লাগাতে হবে। চারাগাছ লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চারাগাছগুলো নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে লাগানো হয়। এজন্য স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কৃষিকাজে অভিজ্ঞ কোনো অভিভাবক/স্থানীয় জনগণ এ কাজে সহায়তা করতে পারেন।

বীজ বপন

বাগানে ফুল বা শাকসবজির বীজ বপন করা যেতে পারে। চাষ করা যেতে পারে টমেটো, মূলা, গাজর, লাউ, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, ডাঁটা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, লালশাক, পুঁইশাক, পালংশাক বা অন্যান্য শাকসবজি। এজন্য অবশ্যই অভিভাবকদের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাগানের পরিচর্যা

বাগানের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে পরিচর্যার উপর। নিয়মিত চারাগাছের যত্ন নিতে হবে। শিক্ষক, অভিভাবক ও কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে ১-২ জনসহ বিদ্যালয়ের ৩য়-৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে পরিচর্যার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন সকালে-বিকালে বাগানে পানি দিতে হবে। নিয়মিত সার দিতে হবে। তবে, রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই ভালো। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জৈবসার বা গোবরসার, আবর্জনা পচাসার ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের জন্য রাসায়নিক কীটনাশক স্প্রে না করে প্রাকৃতিক উপায়ে পোকামাকড় দমন করা যেতে পারে। হাত বা জাল দিয়ে ধরে পোকামাকড় মেরে ফেলা, ভেষজ উপাদান দিয়ে তৈরি তরল স্প্রে করা যেতে পারে। ফুল বা সবজি গাছে রোগ দেখা দিলে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিতে হবে।

প্রত্যেক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যেন পর্যায়ক্রমে বাগান পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করে তা শ্রেণিশিক্ষক তদারকি করবেন। এছাড়া কমিটির সদস্যরা পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত বাগানটি আরো সুন্দর করে তুলতে পারেন।

যে সকল শিক্ষার্থী বাগান পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করবে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে। এজন্য সম্ভব হলে বাগানে শ্রেণিভিত্তিক কর্নারও গড়ে তোলা যেতে পারে।

বাগান রক্ষণাবেক্ষণ

বাগানে চারাগাছ লাগানো, নিয়মিত পরিচর্যার পাশাপাশি বাগান রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। বাগানের চারদিকে বাঁশের বেড়া দিতে হবে। গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি যেন বাগানের কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাগান উদ্বোধন

বাগান তৈরির কাজ শেষ হলে কোনো শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে বাগান উদ্বোধন করার জন্য দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। তাঁর দ্বারা একটি স্থায়ী গাছের চারা লাগিয়ে তাঁর নাম লিখে দেওয়া যায়। এতে বিদ্যালয়ের বাগান তৈরির প্রতি অন্যান্য অংশীজনের আগ্রহ বাড়বে।

বাগান সম্প্রসারণ

প্রাথমিক অবস্থায় বাগান ছোট পরিসরে শুরু করলেও প্রতি বছর বাগান সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নতুন নতুন চারাগাছ সংগ্রহ ও বপনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন ঋতুতে ঋতুভিত্তিক গাছ লাগাতে হবে। যেমন: বর্ষাকালে বাগানে নতুন চারাগাছ লাগানো যেতে পারে, শীতকালে গাঁদাফুলের চারা লাগানো যেতে পারে। তাহলে শীতকালে গাঁদাফুলে রঙিন হয়ে উঠবে বিদ্যালয়ের পরিবেশ।

বাগান সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যালয়ে যদি খালি জায়গা না থাকে, তাহলে শ্রেণিকক্ষের সামনের বারান্দায় সারিবদ্ধভাবে টবের মধ্যে গাছ লাগানো যেতে পারে। এছাড়াও ছাদবাগান করা যেতে পারে। ছাদের উপর টবে গাছ লাগানো যেতে পারে। ছাদে কিছু ঝুলন্ত গাছও লাগানো যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের চারদিকে দৃষ্টিনন্দন গাছ লাগানোর মাধ্যমে বেড়া তৈরি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারদিকে বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন গাছ লাগিয়ে বেড়া তৈরি করা যেতে পারে। এতে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের একটি সীমানা তৈরি হবে। বিদ্যালয়ের চারদিকে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে দেবদারু, তাল, নারকেল, আম, জাম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগানো যেতে পারে।

বাগানের মধ্যে ছোট ছোট সাইনবোর্ডে ফুল, ফল বা সবজিগুলোর নাম উল্লেখ করতে হবে। গাছের স্থানীয় নাম ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানসম্মত ল্যাটিন নামও দেওয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে শিশুরা জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের বাগান তৈরি করা

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণত ফুলের বাগান তৈরি করা হয়। এছাড়াও ফলের বাগান, সবজি বাগান তৈরি করা যেতে পারে। ফুলের বাগানে গোলাপ, গাঁদা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, বেলি, শিউলি, সূর্যমুখী, জবা, নয়নতারা ইত্যাদি ফুলগাছ লাগানো যেতে পারে। ফলের বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কমলালেবু, পেঁপে, ডালিম, লেবুগাছ ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে। সবজি বাগান করতে হলে শিশুদের পুষ্টির চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে অল্প পরিশ্রমে সহজে চাষ করা যায় এমন সবজি নির্বাচন করতে হবে। ঋতুভেদে পুঁইশাক, ডাঁটাশাক, লাউ, টমেটো, মূলা, গাজর, বেগুন, পেঁপে, পালংশাক, লালশাক, মরিচ, মিষ্টিকুমড়া, ঢেঁড়স, শিম, ঝিঙা, চিচিঙা, ধুন্দুল, চালকুমড়া ইত্যাদি চাষ করতে হবে।

বাগান করার পূর্বে এবং বাগান করার পরে বিদ্যালয়ের তুলনামূলক চিত্র

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির পূর্বে বিদ্যালয়ের পরিবেশ কেমন ছিল তা দেখানোর জন্য বিদ্যালয়ের আশেপাশের ছবি তুলে রাখতে হবে। এরপর বিদ্যালয়টি কীভাবে সাজানো হবে, কোন দিকে বাগান করা হবে তা একটি আর্ট কাগজে এঁকে সে অনুযায়ী বাগান তৈরির কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অঙ্কন করা ছাড়াও কাঠি দিয়ে বা কর্কশীট ব্যবহার করে বাগান সম্বলিত একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের মডেল তৈরি করা যেতে পারে। মডেল অনুযায়ী ধাপে ধাপে বাগানের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি হয়ে গেলে পূর্বের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে।

শ্রেণিভিত্তিক নামকরণ

বিদ্যালয়ে শ্রেণিভিত্তিক বাগান করা যেতে পারে অথবা বড় একটি বাগান বিভিন্ন অংশে ভাগ করে শ্রেণিভিত্তিক পরিচর্যার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাগান করার প্রতিযোগিতা তৈরি হবে।

বাগান তৈরি বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন

বিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'আমার বাগান' বা 'আমাদের বিদ্যালয়ের বাগান' শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে। রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করতে হবে এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাগান তৈরির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

শিক্ষার্থীদের নিজ বাড়িতে বাগান তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা

বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীরা চাইলে নিজ বাড়িতেও বাবা-মায়ের সহযোগিতায় বাগান তৈরি করতে পারে। নিজ বাড়ির উঠানে বা বারান্দায় তারা এই বাগান তৈরি করতে পারে। এজন্য শ্রেণি শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। যে সকল শিক্ষার্থী শ্রেণি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ বাড়িতে বাগান তৈরি করবে অন্য শিক্ষার্থীরাও সেই বাগান দেখতে যেতে পারে। বিদ্যালয়ে অভিভাবক বা মা সমাবেশে নিজ বাড়িতে বাগান করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বাগান করে অনেক লাভ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বাগান করে আনন্দ পাবে। তাদের মধ্যে কাজের অভ্যাস গড়ে উঠবে। বাগান করে তারা ফুল, ফল, শাকসবজির নাম ও গুণাগুণ জানবে। কোন ঋতুতে কোন ফুল ফোটে, কোন সবজি জন্মে তাও জানতে পারবে। বাগান থেকে পাওয়া শাকসবজি, ফলমূল তাদের পুষ্টির চাহিদাও মেটাবে। এসব কিছু বিক্রি করে বিদ্যালয়ের আয়ও হতে পারে।

ঋতুভিত্তিক ফুল

গ্রীষ্মকালীন ফুল	:	কাঠগোলাপ, টগর, বনপারুল, জারুল, কৃষ্ণচূড়া, অর্কিড, বেলি, সাদা রঙন, সোনালু, গন্ধরাজ ইত্যাদি।
বর্ষাকালীন ফুল	:	রঙন, হাসনাহেনা, কাঁঠালিচাঁপা, দোলনচাঁপা, চামেলি, কদম, দোপাটি, কেয়া ইত্যাদি।
শরৎকালীন ফুল	:	শিউলি, শাপলা, পদ্ম, কাশফুল, বকফুল, শারদমল্লিকা ইত্যাদি।
হেমন্তকালীন ফুল	:	রাজঅশোক, ধারমার, দেবকাঞ্চন, বনওকরা, লজ্জাবতী ইত্যাদি।
শীতকালীন ফুল	:	গোলাপ, ডালিয়া, গাঁদা, কসমস, সূর্যমুখী, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, ক্যামেলিয়া ইত্যাদি।
বসন্তকালীন ফুল	:	পলাশ, শিমুল, কুরচি, মাধবী, রক্তকাঞ্চন, কনকচাঁপা, পাথরকুচি, মহুয়া, নাগেশ্বর, কণ্টকলতা ইত্যাদি।
প্রায় সারা বছর ফোটে	:	জবা, নয়নতারা, মধুমালতী, কামিনী, বেগুনি অপরাজিতা, কলকে ফুল, কনকসুধা ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: ছয় রঙের বাংলাদেশ, মোকারম হোসেন, আনন্দ প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

ঋতুভিত্তিক শাকসবজি

গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি	:	পটল, করলা, ঢেঁড়স, কাকরোল, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, শসা, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, ডাঁটাশাক, পুঁইশাক ইত্যাদি।
শীতকালীন শাকসবজি	:	শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, টমেটো, মূলা, গাজর, ওলকপি, লেটুস, পালংশাক, লাউশাক ইত্যাদি।
বারোমাসি শাকসবজি	:	পেঁপে, বেগুন, কাঁচকলা, লালশাক, কলমিশাক, কচুশাক ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক বিজ্ঞান (তৃতীয় শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৮।

প্রকাশনায়

গণসাক্ষরতা অভিযান

সহায়তায়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন